R. N. No. 2532/57 Regd. No. WB/MSD—4

টেলিফোন : ৩৪-১৫৫২
রিপ্রোডাক্সন সিন্ডিকেট
ব্লকম্যাক, ছাপা, পরিষ্কার ব্লক ও সুন্দর ডিজাইন
৭-১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

এভারেষ্ট
এ্যাসবেসটস শীট
বৈশিষ্ট্যতায় ভরা, কয়েক দশক ধরে সকলের প্রিয়।
মহকুমার একমাত্র পরিবেশক—
এস, কে, রায়
হার্ডওয়ার ষ্টোর্স
রঘুনাথগঞ্জ—মুর্শিদাবাদ
ফোন নং—৪

৬৪শ বর্ষ
২৫শ সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ, ১৬ই কার্ত্তিক, বুধবার, ১৩৮৪ সাল।
২রা নভেম্বর, ১৯৭৭ সাল।
নগদ মূল্য : ১৫ পয়সা
বার্ষিক ৭৲, সডাক ৮৲

মহকুমায় কলেরার প্রকোপ, পাঁচজনের মৃত্যু, হুঁশিয়ারী

বিশেষ প্রতিনিধি, ২ নভেম্বর—দু'সপ্তাহে জঙ্গিপুর মহকুমায় গ্যাসট্রো এনট্রাইটিস রোগে ২৫ জন আক্রান্ত হয়েছেন। এঁদের মধ্যে ৫ জনের মৃত্যু ঘটেছে ; গত সপ্তাহে মারা গিয়েছেন ৪ জন, এই সপ্তাহে ১ জন। ফরাক্কা ব্লকের অর্জুনপুরে আক্রান্ত হন ১১ জন, মৃত্যু ঘটে দু'জনের। জঙ্গিপুর শহরে ৬ জনের মধ্যে একটি শিশু মারা যায় গত পরশু। সামসেরগঞ্জের সাহেবনগরে ১ জন এবং ইসলামপুরে ৩ জনের মধ্যে মারা যান ১ জন। রঘুনাথগঞ্জ থানার মিরজাপুরে আক্রান্ত হন ৪ জন। সকলকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। গতকাল এক সাক্ষাৎকারে এ খবর দিয়ে মহকুমা স্বাস্থ্য আধিকারিক জানিয়েছেন, প্রতিষেধক সমস্ত রকম ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। তিনি মনে করেন, নতুন চাল ও পূজোয় পচা বাসি মাছ খাওয়ার ফলে এই রোগের প্রকোপ দেখা দিয়েছে। ঈদুজ্জোহা পরবের সময় এই রোগ আরো ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়তে পারে বলে তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করেন। তিনি জনসাধারণকে সচেতন থাকতে অনুরোধ জানিয়ে আবেদন করেন : জল না ফুটিয়ে খাবেন না, গ্রামের টিউবওয়েল ও কুয়ো পরিশোধন করুন, রোগী দেখা মাত্রই খবর দিন এবং খোলা খাবার খাবেন না। গতকাল জঙ্গিপুর পুরসভার পক্ষ থেকেও শহরে ঢোল-সহরৎ মারফৎ হুঁশিয়ারী দিয়ে বলা হয়েছে, খোলা খাবার বিক্রী করলে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

ডাল ও ভোজ্য তেলের জন্য লাইসেন্স

নিজস্ব সংবাদদাতা, ২ নভেম্বর—এখন থেকে ডাল ও ভোজ্য তেল বিক্রীর জন্য লাইসেন্সের প্রয়োজন হবে। জঙ্গিপুর মহকুমা খাদ্য ও সরবরাহ নিয়ামকের অফিসে সম্প্রতি এ রকম একটা সারকুলার এসেছে। ১৯৭৭ সালের পশ্চিমবঙ্গ ডাল এবং ভোজ্য তেল (নারকেল তেলসহ) আইনের ৬নং ধারা অনুযায়ী ব্যবসায়ীদের 'এ' ফরমে দরখাস্ত করতে হবে প্রয়োজনীয় অনুমতির জন্য। যে কোন লোক বিক্রীর উদ্দেশ্যে যদি মজুত করেন তবে তিনি হবেন ডিলার। যে কোন জাতের ডাল (খোসাসুদ্ধ অথবা খোসাছাড়া) একসঙ্গে ২৫ কুইন্টালের উর্ধ্বে এবং ভোজ্য তেল ১০ কুইন্টালের (৫ কুইন্টাল বনস্পতি ও ৫ কুইন্টাল অন্যান্য তেল) উর্ধ্বে কোন এক সময় মজুত করা যাবে না। এই নিয়ম খুচরো ব্যবসায়ীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। ওই পরিমাণের কমে

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

ধান কাটার মরশুমে গণ্ডগোলের আশঙ্কা

সাগরদীঘি, ২ নভেম্বর—এবার ধান কাটার মরশুমে জঙ্গিপুর মহকুমার সর্বত্র ব্যাপক গণ্ডগোলের আশঙ্কা করা হচ্ছে। তার মধ্যে সাগরদীঘি অন্যতম। এই থানা এলাকায় শান্তিশৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য আখুয়া-বেলইপাড়া, মোরগ্রাম, মনিগ্রাম ও বারালায় চারটি পুলিশ ক্যাম্প বসানোর প্রস্তাব করা হয়েছে। এবং ওই সময় একটি জীপ দেওয়া প্রয়োজন বলে অভিমত ব্যক্ত করা হয়েছে। এখন বয়রা ও কাশিয়াডাঙায় দুটি পুলিশ ক্যাম্প আছে। মনিগ্রাম থেকে পাওয়া এক খবরে জানা গেছে, গত ২৭ অক্টোবর ছামুগ্রাম-চাঁদেরডাঙা ও মনিগ্রাম-নয়াপাড়া গ্রামের বড়গড়া মৌজা থেকে পাঁচজন আদি-বাসীর জমির ধান জোর করে কেটে নেওয়া হয়েছে। পরদিন সাগরদীঘি থানায় এ ব্যাপারে একটি অভিযোগ করা হয়েছে। নির্ভরযোগ্য সূত্রের একটি খবরে প্রকাশ, একটি রাজনৈতিক দলের ওপর মহল থেকে নাকি নির্দেশ এসেছে এবার ধান কাটার মরশুমে খাস ও বেনামী জমির ধান জোর করে

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

রেশন কারডের দাম

নিজস্ব সংবাদদাতা, ২ নভেম্বর—রেশন কারডের দাম ১২ পয়সা থেকে বাড়িয়ে এক টাকা করার একটি প্রস্তাব জেলা পর্যায়ে বিচার বিবেচনা করে দেখা হচ্ছে। এখন রেশন কারড পিছু ১২ পয়সা নিয়ে খরচ নাকি পোষায় না। তাছাড়া কারডের মালিকদের অযত্ন ও অবহেলায় তাড়া-তাড়ি কারডগুলি নষ্ট হয়ে যায়। খাদ্য ও সরবরাহ বিভাগের ধারণা, দাম

(৩য় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

ডাকঘরের রেজিষ্ট্রী কাউন্টার

নিজস্ব সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জ সাব পোষ্ট অফিসের রেজিষ্ট্রী কাউন্টার সংলগ্ন পায়খানা-প্রস্রাবাগার থাকায় দুর্গন্ধ কাজ করা যায় না। যাঁরা রেজিষ্ট্রী ডাকের জন্য ওই কাউন্টারে যান তাঁদেরও ভয়ানক অসুবিধা হয়। অনেক লেখালেখির পর প্রায় এক বছর হল ডাকঘরটি সংস্কার করা হয়েছে। কিন্তু বারান্দা এত ছোট হয়েছে যে, লোক দাঁড়ানোর জায়গা থাকে না। বর্ষায় ও রোদে কষ্ট হয়। সকলে অবিলম্বে বারান্দা সম্প্রসারণ ও রেজিষ্ট্রী কাউন্টারকে দুর্গন্ধমুক্ত করার অনুরোধ জানাচ্ছেন।

আবার ট্রেণে ডাকাতি

সাগরদীঘি, ২ অক্টোবর—এই থানা এলাকায় আবার ট্রেণে ডাকাতির ঘটনা ঘটেছে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ৩০ অক্টোবর রাত্রে মহিপাল রোড এবং মনিগ্রাম ষ্টেশনের মাঝে আপ গয়া প্যাসেঞ্জার ট্রেণে ৩ জন দুর্বৃত্ত একটি দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরায় ছুরি এবং লোহার রড নিয়ে হানা দিয়ে যাত্রীদের মারধোর করে এবং নগদে, ঘড়ি ও গহনায় প্রায় দু'হাজার টাকা

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

দুধের শিশু খুন

ফরাক্কা, ১ নভেম্বর—এই থানার তিলডাঙ্গা দোহিতপুর গ্রামের জনৈকা মহিলা তাঁর সদ্যোজাত দুধের শিশুকে অপহরণ ও হত্যা করা হয়েছে বলে পুলিশের কাছে অভিযোগ লিপিবদ্ধ করেছেন। পুলিশ তাঁর অভিযোগের ভিত্তিতে মুজিবর রহমান ও সাদেক আলি নামে দু'জনের বিরুদ্ধে গতকাল জঙ্গিপুর আদালতে 'হত্যার জন্য অপহরণ' এর একটি মামলা রুজু

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

আদর্শ শিক্ষক !

রঘুনাথগঞ্জ, ২ নভেম্বর—গতকাল জঙ্গিপুর পুরসভার একজন প্রাথমিক শিক্ষককে রঘুনাথগঞ্জ সদরঘাটে মাদ্য-পানে উন্মত্ত অবস্থায় অশালীন কার্য্য-কলাপে লিপ্ত থাকতে দেখে স্থানীয় অধিবাসীরা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। পুলিশ পরে ওই শিক্ষককে থানায় ধরে এনে পি আর বণ্ডে ছেড়ে দেয়—এ খবর পুলিশী সূত্রের। অনুরূপ কর্য্যকলাপের দায়ে আরও একবার তিনি রঘুনাথগঞ্জ পুলিশের হাতে ধরা পড়ে ভর্ৎসনার পর রেহাই পান। জনসাধারণ এই নোংরা ঘটনার প্রতি পুরসভার দৃষ্টি আকর্ষণ করছেন।

কলেরা প্রতিরোধে সাহায্য করুন, খোলা খাবার খাবেন না

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

১৬ই কার্তিক বুধবার, সন ১৩৮৪ সাল।

হৈমন্তিক

হেমন্তের শিশিরস্নাত সকাল, আর সন্ধ্যায় অতি ধীর সন্তর্পণে কুয়াশার পাতলা আস্তরণের অগ্রসরমানতা, রাত্রিতে মৃদু শীত-শীত ভাব—শীতজর্জর দিনগুলির নান্দীমুখ, মাঠে মাঠে সবুজের সমারোহ; কোথাও ধানশীষে উন্মুখ ফুলগুলি দুলিয়া দুলিয়া পরাগসংযোগের প্রতীক্ষায়; কোথাও বা শীষ অবগুণ্ঠন-মোচন করে নাই। আবার মাঠের মধ্যে এখানে-সেখানে অগ্রিম ধানের স্বর্ণবরণ পৌষের আহ্বান স্মরণ করাইতেছে। হেমন্ত তাই আশা সঞ্চারের ঋতু। গ্রীষ্মের প্রচণ্ড দাব-দাহ ও বর্ষার বর্ষণ নীরবে সহিয়া যে কর্মসম্পাদন, হেমন্তে তাহারই ফলশ্রুতির ইঙ্গিত।

অবশ্য কার্তিকের হেমন্ত চাষীর কাছে সব সময় আশঙ্কাময়। আকাশে মেঘসঞ্চার এবং একটি বর্ষণ তাহাদের যেমন পরম কাম্য, অন্যদিকে এই বর্ষণের সঙ্গী এক বিশেষ ধরনের বায়ু-প্রবাহ তাহাদের কাছে তেমনি মৃত্যু-বাণ। এই বায়ুপ্রবাহে পুষ্পিতশীর্ষ, অপুষ্টশীর্ষ ও শীর্ষগর্ভ ধানগাছ পড়িয়া যায় এবং তাহার ফলে ফসল প্রচণ্ড রকমে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আকাশের বর্ষণের সঙ্গে সঙ্গে চাষীর অশ্রুবর্ষণ একই সঙ্গে চলে।

এই বৎসর অত্র মহকুমায় ধানের ফসল মোটামুটি ভালই বলা যায়। অবশ্য দমকা বাতাস কিছু কিছু ক্ষতিও করিয়াছে। পূর্ব বৎসরের ন্যায় ধানের মরশুমে এবারেও জেলা করডনিং থাকিবে এবং লেভী আদায় করিয়া সরকারী সংগ্রহ অভিযান চলিবে। তবে প্রদেয় ধানের পরিমাণ যে পরি-সংখ্যানের উপর ভিত্তি করিয়া স্থির হয়, তাহার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। সংগ্রহ মূল্য দ্বারা চাষীকে যেন ক্ষতিগ্রস্ত হইতে না হয়। অপর পক্ষে চাষী সম্প্রদায়ের বিশেষ করিয়া অবস্থাপন্ন চাষীদের মনে রাখা দরকার যে, সরকারের ফসলনীতি সম্পর্কে তাঁহাদেরও একটা দায়িত্ব ও কর্তব্য রহিয়াছে: সরকারী সংগ্রহের লক্ষ্য-মাত্রা যেন ব্যাহত না হয়, ইহা দেখা উচিত। এইজন্য চাই সহযোগিতার মনোভাব। এই রাজ্যের রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে এই কথা বিশেষভাবে মনে রাখিতে হইবে দলমত নির্বিশেষে সকলকেই।

চিঠি-পত্র

(মতামত পত্রলেখকের নিজস্ব)

নৃত্যনাট্য কালমৃগয়া

গত সোমবার রঘুনাথগঞ্জ যুবক সংঘ ক্লাব আয়োজিত রবি ঠাকুরের 'কালমৃগয়া' নৃত্যনাট্যটি অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানটি বহুদিনের সার্থক প্রয়াস হতে পারত, কিন্তু গায়িকাদের আত্ম-বিস্মৃতি অনুষ্ঠানের উৎকর্ষতায় ব্যাঘাত ঘটিয়েছে। নৃত্যনাট্যের প্রথম দৃশ্যটি যে চমৎকারভাবে ফোটানোর কথা, তা বলতে গেলে তাদের জন্যই একেবারে মাটি হয়ে গেছে। বোধ করি এই দৃশ্যের মত কনিষ্ঠা শিল্পী আর কোন দৃশ্যে ছিল না। গানের ত্রুটি ও অবহেলা সত্ত্বেও ছোট দুটি মেয়ে যেভাবে অনুষ্ঠানের ত্রুটি ও লোকলজ্জা ঢাকতে চেষ্টা করেছে, তাতে তাদেরকে ধন্যবাদ না দিয়ে পারা যায় না। নৃত্যনাট্যটিতে ভুলত্রুটি মিলিয়েও যে সর্বাঙ্গীন প্রয়াস দেখা যায় তাতে মোটামুটি সর্বাঙ্গ সুন্দরই বলা যেতে পারে। নৃত্যনাট্য দেখতে দেখতে মনে হচ্ছিল, এতদিনের অনুশীলনের পরও গায়িকারা এরকম অবহেলা বা ভুল করেন কি করে? নাকি ছোটখাটো অনুষ্ঠানে দরদ দিয়ে গান গাইতে তাদের সংকোচ? ছোট ছোট মেয়েদের ভুল-ত্রুটি বয়সের দোহাই দিয়ে কাটান যায় কিন্তু তাদের আত্মবিস্মৃতি ঢাকা যায় কোন ছুতোয়?

—মন্দিরা হাজরা, রঘুনাথগঞ্জ।

পারটির সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ

আপনার পত্রিকার ২৬শে অকটোবরের সংখ্যায় প্রকাশিত 'পারটির সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ' শীর্ষক সংবাদটি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। জনৈক গোলাম মুর্তজা আমাদের দল এস ইউ সির সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করেছেন বলে ঘোষণা করেছেন। আমরা এই প্রসঙ্গে জানাতে চাই, জঙ্গিপুর এলাকায় কোনও কর্মী আমাদের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করেছেন বলে আমাদের জানা নাই। ফলে এ বিবৃতি, মিথ্যা এবং উদ্দেশ্য প্রণোদিত। আমরা যে গোলাম মুর্তজাকে জানি এ যদি তার বিবৃতি হয় তাহলে এ বিবৃতি দেওয়ার কোনও অধিকারই তার নেই। তিনি গত নির্বাচনের বহু আগে থেকেই দলের কাজের মধ্যে ছিলেন না। —অনুরাধা মণ্ডল, আহ্বায়ক ও লক্ষ্মীনারায়ণ দাস, সদস্য, এস ইউ সি লোকাল কমিটি।

ভূমি সংস্কার ও কৃষি উন্নয়ন

সচ্চিদানন্দ ঘোষ

দেশ স্বাধীন হবার পর থেকে ক্রম-বর্ধমান জনসমস্যা এবং খাদ্য সমস্যার জন্য আমাদের দেশের নেতৃবৃন্দ ভূমি সংস্কার ও কৃষি উন্নয়নে উদ্যোগী হয়েছেন। জমিদারী স্বত্বসহ অন্যান্য সর্বপ্রকার মধ্যস্বত্ব সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণকে ক্ষতিপূরণ দিয়ে সরকার সমস্ত জমির মালিকানা স্বহস্তে গ্রহণ করেন যার ফলে বর্তমানে সরকারের জমির এক-মাত্র দখলকার হচ্ছেন রায়ত স্বত্বাধি-কারীরা অর্থাৎ কৃষকরা। সর্বোচ্চ পরিমাণ জমি যা কোন ব্যক্তি রাখতে পারবেন জমিদারী গ্রহণের সময়ে সেটি বেঁধে দেওয়া হয় ব্যক্তি পিছু ২৫ একর বা ৭৫ বিঘা। জমির মালিকের যে অতিরিক্ত জমি সরকার গ্রহণ করেন, তার জন্য মালিকদের ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়। পরবর্তীকালে জমির পরিমাণ ব্যক্তি পিছু উর্ধ্বসীমা কমিয়ে পরিবার পিছু উর্ধ্বসীমা ২৫ একর স্থির করা হয়। ১৯৭১ সালের পরে জমির পারিবারিক উর্ধ্বসীমা কমিয়ে এক-জনে পরিবারের জন্য আড়াই হেক্টর, দুই থেকে পাঁচজনের পরিবারের জন্য পাঁচ হেক্টর এবং পরিবারের সংখ্যা পাঁচজনের অধিক থাকলে প্রতি জনের জন্য অতিরিক্ত আধ হেক্টর করে সর্বোচ্চ একটি পরিবার সাত হেক্টর পর্যন্ত জমি রাখতে পারবেন। অসেচ এলাকায় জমির পারিবারিক সীমা কিছু বেশী। এইখানে উল্লেখযোগ্য, ব্রিটিশ রাজত্বের স্তম্ভ পল্লীর ধনিক জমিদার গোষ্ঠীর জমিদারী গ্রহণের সময়ে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হলেও বর্তমান ব্যবস্থায় রায়তদের জমি গ্রহণের সময়ে ঐ ধরনের কোন কথা শোনা যায়নি।

শহরের উৎপাদন ব্যবস্থায় কলে কারখানায় মালিক (সক্রিয় মালিক ডিরেক্টরবর্গ এবং নিষ্ক্রিয় মালিক শেয়ার হোল্ডারগণ) ও শ্রমিকের সহাবস্থান এই দেশের সর্বশ্রেণীর নেতৃবৃন্দের আশীর্বাদধন্য হলেও পল্লীর উৎপাদন ব্যবস্থায় ক্ষেতের ফসল উৎপাদনে সর্বশ্রেণীর নেতৃবৃন্দই মালিক ও শ্রমিকের সহাবস্থানের বিরুদ্ধে, সরাসরি শ্রমিকের মালিকানার পক্ষে। পশ্চিমবঙ্গের ভূমিহীন চাষী পরিবার এবং চাষী পরিবারদের মধ্যে যদি সমস্ত চাষযোগ্য জমি সমভাবে বণ্টন করে দেওয়া যায় তবে প্রতি পরিবার পাবেন আড়াই একর করে জমি। ছয়জনের একটি চাষীর পরিবারের বীজের ফসল রেখে দিয়ে এর থেকে যা ধান এবং গম উৎপন্ন হবে তাতে তাঁরা নিজেরা দৈনিক ৬০০ গ্রামের মত খাদ্যশস্য পেতে পারবেন, বাজারে বিক্রয় করার জন্য কিছুই উদ্বৃত্ত থাকবে না। যদি না তাঁরা অর্ধাহারে অভ্যস্ত হন অন্যান্য আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি কিনবার জন্য।

ব্যক্তিগত ভিত্তিতে এবং পারি-বারিক ভিত্তিতে জমির উর্ধ্বতম সীমা আইনসঙ্গতভাবে যা রাখা সম্ভব ছিল সেটি ক্রমশই কমিয়ে আনায় সরকারের হাতে বেশ কিছু জমি এসে গিয়েছে। সিদ্ধার্থ মন্ত্রীসভার আগের আমলে সরকার তাঁর হাতে ন্যস্ত জমি-গুলি সাধারণতঃ এক বিঘা করে ভূমিহীন ও প্রান্তিক চাষীদের মধ্যে এক বছরের জন্য বন্দোবস্ত দিতেন। সিদ্ধার্থ মন্ত্রীসভার আমল থেকে এখন পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গ সরকার ভূমিহীন এবং ক্ষুদ্র চাষীদের মধ্যে এক বিঘা করে জমি স্থায়ী বন্দোবস্ত করছেন। কান্দী মহকুমা দক্ষিণ হিজল সমবায় কৃষি সমিতি একটি উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম যেখানে ৪০১ একর মত জমি ৪০০ জন ভূমিহীন চাষীকে স্থায়ী বন্দোবস্ত দিয়ে উক্ত কৃষি সমবায় সমিতিটি গঠিত হয়েছে ১৯৭৬ সালের প্রথম দিকে। সমিতির ৪০০ জন সভ্য, যাঁরা প্রতিজনে এক একর জমির মালিক হয়েছেন, সরকারের কাছ থেকে তাঁদের প্রতি সভ্যের শেয়ার বাবদ দশ টাকা করে সমবায় সমিতির মোট মূলধন হয় চার হাজার টাকা। ১৯৭৬ সালের মধ্যে বিভিন্ন সূত্র থেকে চার হাজার টাকা মূলধনের এই সমিতি ঋণ পান কিছু কম তিন লক্ষ টাকা এবং অনুদান হিসাবে পান দুই লক্ষ টাকা; এক লক্ষ ষাট হাজার টাকা চাওয়া হয় অনুদান হিসাবে নলকূপ, গুদাম ঘর প্রভৃতির জন্য। উপরোক্ত দান এবং ঋণের অর্থ ছাড়াও টেষ্ট রিলিফের মাধ্যমে

(৩য় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

পুনর্বহালের দাবিতে

নিজস্ব প্রতিনিধি, ৩১ অক্টোবর—ছাঁটাই কর্মীদের পুনর্বহালের দাবিসহ চার দফা দাবির ভিত্তিতে গতকাল জঙ্গিপুর ব্যারেজ ডিভিসন মাষ্টার রোল এ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে একজিকিউটিভ ইনজিনিয়র সমীপে একটি স্মারকলিপি পেশ করা হয়।

গতকাল রঘুনাথগঞ্জে মুক্তা বিড়ি ফ্যাকটরীতে সিটু অনুমোদিত জঙ্গিপুর সাবডিভিসনাল বিড়ি এমপ্লয়িজ ইউনিয়নের রঘুনাথগঞ্জ থানা কমিটির পক্ষ থেকেও পুনর্বহালের দাবিতে স্মারকলিপি পেশ করা হয়।

বিজয়া সম্মেলন

রঘুনাথগঞ্জ, ১ নভেম্বর—গতকাল যুবক সঙ্ঘ ব্যায়াম মন্দির ও পাঠচক্র বিজয়া সম্মেলনের আয়োজন করেন। অনুষ্ঠানে সঙ্গীত, আবৃত্তি ও নৃত্যনাট্য 'কালমৃগয়া' পরিবেশিত হয়। বন্ধু সমিতিও একই দিনে একই উপলক্ষে একটি বিচিত্রানুষ্ঠানের আয়োজন করেন।

বিবেকানন্দ বিদ্যানিকেতন

(কে, জি, ইংরাজী মাধ্যম)

সাহেববাজার, জঙ্গিপুর

১৯৭৮ এর জানুয়ারী হইতে সেশান শুরু। কে, জি, প্রথম এবং দ্বিতীয় শ্রেণীতে ভর্ত্তির জন্য ফর্ম পাওয়া যাবে। অনুসন্ধান ও বিস্তারিত বিবরণের জন্য ১২ই নভেম্বরের পরে সকাল (৭-১০ মধ্যে) খোঁজ করুন।

রাজেন দাস শর্মা
অধ্যক্ষ
বিবেকানন্দ বিদ্যানিকেতন
সাহেববাজার, জঙ্গিপুর

১নং পাটনা বিড়ি, ১নং আজাদ বিড়ি
সিনিয়র রুস্তম বিড়ি
বঙ্গ আজাদ বিড়ি ফ্যাক্টরী
পোঃ ধুলিয়ান (মুর্শিদাবাদ
সেলস্ অফিস : গৌহাটি ও তেজপুর
ফোন : ধুলিয়ান—২১

সবার প্রিয় চা—
চা ভাণ্ডার
রঘুনাথগঞ্জ সদরঘাট
ফোন—১৬

Phone :- Farakka 24
ডাঃ এস, এ, তালেব
ডি এম এস
পোঃ ফরাক্কা ব্যারেজ, মুর্শিদাবাদ।
হোমিওপ্যাথি মতে যাবতীয় পুরাতন রোগের চিকিৎসা করা হয়।

খেলার খবর

নিজস্ব সংবাদদাতা, ৩১ অক্টোবর—রঘুনাথগঞ্জ বালিঘাটা যুবকবৃন্দের পরিচালনায় গতকাল সাঁতার প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। তিনটি গ্রুপে প্রথম থেকে পঞ্চম স্থানাধিকারী ১৫ জনকে পুরস্কৃত করা হয়।

সাগরদীঘি হ'তে আমাদের সংবাদদাতা জানাচ্ছেন, সাগরদীঘি স্পোরটস্ এ্যাসোসিয়েশনের প্রথম গ্রাউণ্ডের খেলা গতকাল শেষ হয়েছে। ২৫ অক্টোবর থেকে গতকাল পর্যন্ত খেলার ফলাফলে জানা যায় নতুনগ্রাম বালক সমিতি ১—০ গোলে বারা যুবক সমিতিকে, কুরুমগ্রাম অরবিন্দ স্মৃতি সংস্থা ৩—০ গোলে জিয়াগঞ্জ ইউ এন সিকে, গোফুরপুর ভ্রাতৃ সঙ্ঘ ৩—০ গোলে সমসাবাদ বৈকালিক সঙ্ঘকে, নয়াবাহাদুরপুর ক্রিক্রেয়েশন ক্লাব ৫—০ গোলে খাগড়া নতুনপাড়া ক্লাবকে, অগ্নিফৌজ এ সি ৪—২ গোলে রাতগড়া শ্রীদুর্গা ক্লাবকে এবং গুড়া তরুণ সমিতি সাগরদীঘি এস এন হাই স্কুলকে টাই ব্রেকারে ৩—১ গোলে পরাজিত করেন।

থানার সামনে অবস্থান

অরঙ্গাবাদ, ৩১ অক্টোবর—দোষী ব্যাক্তর শাস্তি, গণতান্ত্রিক আন্দোলনে পুলিশী হস্তক্ষেপ চলবে না প্রভৃতি দাবিতে সি পি এম-এর প্রায় ৩০০ সমর্থক গত পরশু সুতী থানার সামনে অবস্থান করেন। সি আই পুলিশ তাঁদের কাছ থেকে স্মারকলিপি চাইলে পাঁচ ঘণ্টা পর অবস্থান তুলে নেওয়া হয়। পরদিন একটি স্মারকলিপি পেশ করা হয় বলে জানা যায়।

এন এস এস শিবির

সাগরদীঘি, ২ নভেম্বর—জিয়াগঞ্জ শ্রীপৎ সিং কলেজের ৫০ জন স্বেচ্ছাসেবক সাগরদীঘি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে আয়োজিত কলেজের এন এস এস বিশেষ শিবিরে যোগদান করেছেন। 'গ্রামীণ পুনর্গঠনে যুবসমাজ'—এই প্রকল্পে শিবিরের স্বেচ্ছাসেবকরা জনস্বাস্থ্য, অর্থ নৈতিক উন্নয়ন, ভূমি সংস্কার প্রভৃতি কর্মসূচী গ্রহণ করেছেন।

আরো বাঙলাদেশী ধৃত

রঘুনাথগঞ্জ, ২ নভেম্বর—গতকাল রঘুনাথগঞ্জ পুলিশ কৃষ্ণশাইল গ্রাম থেকে ১৪০টি বিদেশী জামাকাপড়সহ আরো চারজন বাঙলাদেশীকে গ্রেপ্তার করেছে।

ভূমি সংস্কার ও কৃষি উন্নয়ন

(২য় পৃষ্ঠার পর)

এবং একটি বেসরকারী সেবা প্রতিষ্ঠানের সেবার দ্বারা এই জমি উন্নয়নের কাজ করা হয়। লগ্নীর টাকা যাতে ফেরত পাওয়া যায় সে সম্বন্ধে নিশ্চিত হবার জন্য সমিতির সভ্যগণ বার বছরের জন্য সমিতিকে তাঁদের জমির স্বত্ব দান করেছেন। অর্থাৎ সরকার ভূমিহীনদের যে জমি দান করলেন তাঁদেরকে আবার নিজ জমির ভাগচাষীতে পরিণত করলেন। সমবায় সমিতির কার্যকরী সভ্যদের মধ্যে বেশ কয়েকজন সরকারী কর্মচারী আছেন—পদাধিকার বলে কান্দীর মহকুমা শাসক সভাপতি এবং সরকার মনোনীত একজন সরকারী কর্মচারী সম্পাদক। বার বৎসর পরে বর্তমান সর্তমত যখন জমির মালিকরা তাঁদের জমির দখল ফেরত পাবেন তখন এঁদের অনেকেই দেহরক্ষা করবেন। তখন সেই জমি পরবর্তী ওয়ারিশদের মধ্যে ভাগ হয়ে যাবে। অর্থাৎ তিন বিঘা বা এক একর জমি পাঁচ থেকে সাতটি টুকরো হয়ে যাবে।

ঠিক একই অবস্থা ঘটবে সরকার আজ যাঁদের এক বিঘা করে জমি দিচ্ছেন তাদের জমির ক্ষেত্রে অথবা আড়াই একর করে যদি প্রতি চাষী পরিবারকে ভাগ করে দেওয়া হয় কারও কারও প্রস্তাব মত তাদের ক্ষেত্রেও আগামী কয়েক বৎসরের মধ্যে। আমরা নিশ্চয়ই আগামী দিনের অবস্থা চিন্তা না করে আজকের পরিকল্পনা করতে পারি না। চারিশত একর বা বারশত বিঘা জমির জন্য উৎকৃষ্টতম সরকারী ব্যবস্থাপনায় প্রথম বৎসরে যে খরচের হিসাব আমরা পেয়েছি সেই হিসাবে খরচ করার মত অর্থ আমাদের দেশের সমস্ত জমির উন্নয়ণের জন্য কবে হবে, আজও বলা সম্ভব নয়।

জমি ছোট ছোট টুকরো হয়ে যাওয়ার কারণে চাষ অলাভজনক হওয়া, চাষীর পরিবারের ছেলে অধিকতর আয়ের সন্ধানে অন্য পেশা গ্রহণ করা প্রভৃতি বহুবিধ অসুবিধা এখনই দেখা দিয়েছে; ভবিষ্যতে আরও তীব্রতরভাবে দেখা দেবে। সমস্ত জমির দখল যদি সরকার স্বহস্তে গ্রহণ করেন এবং প্রকৃত সৎ চাষীকে উপযুক্ত পরিমাণ জমির ভাগীদার নিযুক্ত করেন সেক্ষেত্রে নিজ জমির উন্নয়নের খরচ স্বভাবতই সরকার নিজে করবেন। যেহেতু দেশের ধনীশ্রেষ্ঠ রাজন্যবর্গকে, জমিদারগণকে এবং জমির অন্যান্য মধ্য স্বত্বভোগীদের সরকার ক্ষতিপূরণ দিয়েছেন, সেই হেতু আজ রায়তদের জমি বিনা ক্ষতিপূরণে গ্রহণ করা যায় না। যদি নগদ টাকায় ক্ষতিপূরণ দেওয়া এখনই সম্ভব না হয় সেক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণ বাবদ দেয় অর্থ ব্যাঙ্কে স্থায়ী আমানত থাকলে শতকরা দশ টাকা হারে যে সুদ পাওয়া যেত সরকার প্রথম দিকে জমির মালিককে সেইটুকু মিটিয়ে দিতে পারবেন ছয়মাস অন্তর এবং পরে জমির আয় থেকে সুদ-আসল সবই মিটিয়ে দেওয়া সম্ভব হবে।

রেশন কারডের দাম

(১ম পৃষ্ঠার পর)

বাড়লে জনসাধারণ রেশন কারডের প্রতি যত্নবান হবেন। সেদিক দিয়ে এই প্রস্তাবকে অবহেলার খেসারত বললে অত্যুক্তি হবে না। জঙ্গিপুর মহকুমা খাদ্য ও সরবরাহ নিয়ামকের অফিস থেকে দাবি করা হয়েছে, রেশন কারডের দাম যদি বাড়ানো হয়, তবে তার মানও যেন উন্নত হয়, যাতে করে তার স্থায়িত্বের নিশ্চয়তা বাড়ে।

সুবর্ণ সুযোগ

কির্লোসকার, ঊষা, কুপার ইত্যাদি কোম্পানীর পাম্পসেট, হাসকিং মেসিন এবং অন্যান্য যন্ত্রপাতি যত্নের সঙ্গে দীর্ঘ কুড়ি বৎসরের অভিজ্ঞ ইঞ্জিনীয়ার দ্বারা মেরামত করা হয়। নিম্নে যোগাযোগ করুন :—

ক্যালকাটা সাইকেল ষ্টোর
রঘুনাথগঞ্জ ॥ ফুলতলা
(জগন্নাথের সাইকেলের দোকান)

বাড়ী বিক্রয়

তিনখানি ঘর, রান্নাঘর, বাথরুম আলাদা, জলের সুন্দর ব্যবস্থাসহ আনুমানিক আড়াই শতক পরিমাণ বাড়ী (রঘুনাথগঞ্জ ফাঁড়ির দক্ষিণ দিকে) সদর রাস্তার উপর বিক্রয় আছে। সত্বর যোগাযোগ করুন :—

শ্রীকালিদাস বড়াল
৮৫নং পাঠবাড়ী লেন
কলকাতা—৩৫

ক্যালকাটা সাইকেল ষ্টোর
(জগন্নাথের সাইকেলের দোকান)
ফুলতলা রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)
বাজার অপেক্ষা সুলভে সমস্ত প্রকার সাইকেল, রিক্সা স্পেয়ার পার্টস বিক্রয় ও মেরামতির নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।

স্বাস্থ্যকর্মীদের কাছে অনুরোধ : রোগী দেখা মাত্র খবর দিন

অরঙ্গাবাদে বিক্ষিপ্ত সংঘর্ষ, ১৪৪ ধারা

অরঙ্গাবাদ, ২ নভেম্বর—বিড়ি শ্রমিকদের মজুরি নিয়ে এখন পর্যন্ত মালিকপক্ষের সঙ্গে বিড়ি শ্রমিক সংস্থার যে আলোচনা হয়েছে, তাতে কোন সুফল না ফলায় যে বিক্ষোভ দানা বাঁধছিল, গতকাল থেকে তা প্রকাশ্য সংঘর্ষের রূপ নিয়েছে। আজ পুলিশী সূত্রের খবরে জানা যায়, মজুরি বৃদ্ধির দাবিতে আই এন টি ইউ সি অনুমোদিত বিড়ি শ্রমিক সমিতি গতকাল থেকে শহরের সমস্ত বিড়ি কোম্পানীর সামনে অবস্থান ধর্মঘট শুরু করেন। তাঁরা কাজ বন্ধ করে দেওয়ার চেষ্টা করেন এবং উৎপাদিত বিড়ি বাইরে পাঠানো বন্ধ করে দেন। সামসেরগঞ্জমুখী বিড়ি কোম্পানীর একটি লরিকে আটকে দেওয়া হয়। গতকাল রাত থেকে উত্তেজনা বাড়তে থাকে এবং মালিকপক্ষ ও বিড়ি শ্রমিকদের মধ্যে আজ সকাল পর্যন্ত বেশ কয়েকবার বিক্ষিপ্ত সংঘর্ষ ঘটে। সংঘর্ষের সময় লাঠি ব্যবহার করা হয় এবং ইটপাটকেল ছোঁড়া হয় বলে খবর। পরিস্থিতি মোকাবিলায় আজ অতিরিক্ত পুলিশবাহিনী মোতায়েন করা হয়, জঙ্গিপুরের সেকেণ্ড অফিসার ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন এবং অনির্দিষ্টকালের জন্য অরঙ্গাবাদ শহরসহ দরিয়াপুর, বাজিতপুর, ইমামনগর, সেখপাড়া, জগতাই, মহেন্দ্রপুর, কানাবাড়ি, নতুনসরাই, ইন্দ্রনগর কলোনী ও ৩৪নং জাতীয় সড়কের অজগরপাড়া থেকে বাসুদেবপুর পর্যন্ত ১৪৪ ধারা জারি করা হয়। গ্রেপ্তারের খবর এখন পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। অবস্থা এখন আয়ত্তে।

ডাল ও তেলের লাইসেন্স

(১ম পৃষ্ঠার পর)

লাইসেন্স লাগবে না। গোটা ছোলাও এই আইনের আওতায় পড়বে। পাইকারী ব্যবসায়ীরা মজুত করতে পারবেন ৫০০ কুইন্টালের উর্ধ্বে ডাল ও ডাল জাতীয় দ্রব্য এবং ৩৫০ কুইন্টালের উর্ধ্বে ভোজ্য তেল (১৫০ কুইন্টাল বনস্পতি ও ২০০ কুইন্টাল অন্যান্য তেল)। লাইসেন্সের জন্য পাইকারী ব্যবসায়ীদের নন্ জুডিসিয়াল ষ্ট্যাম্প ১০ টাকা এবং খুচরো ব্যবসায়ীকে ৫ টাকা দিতে হবে। ৫ হাজার কুইন্টাল অথবা তার বেশী কারবারীদের জামানত লাগবে এক হাজার টাকা, ৫ হাজার কুইন্টালের নীচে ৫০০ টাকা। জামানতের টাকা ট্রেজারী চালানে রেভিনিউ ডিপোজিট অথবা ন্যাশনাল ডিফেন্স সার্টিফিকেট অথবা পোষ্টাল সেভিংস্ সার্টিফিকেটে জমা দেওয়া চলবে। ডাল ও ভোজ্য তেল কারবারীদের খাদ্য ও সরবরাহ নিয়ামকের অফিসে পাক্ষিক রিটারন্ দাখিল করতে হবে।

দুধের শিশু খুন

(১ম পৃষ্ঠার পর)

করেছে। প্রকাশ, মহিলা অবিবাহিতা। অভিযুক্ত মুজিবর রহমান বিয়ে করার প্রলোভন দেখিয়ে মহিলার সঙ্গে প্রেম করেন এবং সহবাসের ফলে তাঁদের একটি শিশু সন্তানের জন্ম হয়। শিশু ভূমিষ্ঠ হবার কয়েকদিন পর মহিলাকে বঞ্চিত করে আসামী শিশুটিকে নিয়ে চলে যান। পরে মহিলা জানতে পারেন শিশুটির মৃত্যু ঘটেছে। তখন তিনি থানায় অভিযোগ লিপিবদ্ধ করেন। পুলিশ কবর থেকে শিশুটির মৃতদেহ তুলে এনে জঙ্গিপুর মহকুমা হাসপাতালে ময়না তদন্ত করে এবং গতকাল আদালতে মামলা রুজু করে।

আবার ট্রেণে ডাকাতি

(১ম পৃষ্ঠার পর)

লুঠ করে চলন্ত ট্রেণ থেকে নেমে পড়ে। তারা যখন ডাকাতি করছিল, অন্য কামরায় তখন রেল পুলিশ ছিল বলে জানা যায়। রেল ডাকাতরা ব্যাণ্ডেল ষ্টেশনে ওঠে বলেও প্রকাশ। গ্রেপ্তারের কোন খবর নাই। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যেতে পারে, ১২ সেপ্টেম্বর ডাউন গয়া প্যাসেঞ্জারে গনকর ও মনিগ্রাম ষ্টেশনের মাঝে ডাকাতি হয়। পুলিশ পরে দলনেতাসহ চারজনকে গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হয়।

ধান কাটার মরশুমে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

কাটা হবে। পুলিশ বাধা দিতে পারবে না কারণ, ওই দলের মতে, এটি একটি 'গণতান্ত্রিক আন্দোলন।' অতএব গণতান্ত্রিক আন্দোলনে পুলিশী হস্তক্ষেপ চলবে না।

রঘুনাথগঞ্জে পাওয়া এক খবরে প্রকাশ, আজ বহরমপুরে ডি ই বি অফিসে ধান কাটার মরশুমে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখার উদ্দেশ্যে জেলার জে এল আর ও এবং পুলিশের মধ্যে এক আলোচনা বৈঠক বসছে।

দীপান্বিতার শুভ কামনাসহ

গান্ধী স্মারক-নিধি

খাদি গ্রামোদ্যোগ ভাণ্ডার

রঘুনাথগঞ্জ বাজারপাড়া

গান্ধী জয়ন্তী ও পূজা উপলক্ষে

বিশেষ রিবেট ঃ

১) খাদি ৩০% ২) রীল্ড সিল্ক ১০% ৩) স্পান সিল্ক ২০%

বিভিন্ন প্রকার খাদি বস্ত্র, ছাপা সিল্ক শাড়ী, গরদ শাড়ী, গরদ থান, তসর, মটকা, কেঠে, বাপতা ইত্যাদি।

আপনারা আজই যোগাযোগ করুন।

প্রত্যহ সকাল ৮টা হইতে রাত্রি ৮টা পর্য্যন্ত খোলা থাকিবে। ৭, ৮, ৯ ও ১১ নভেম্বর '৭৭ পর্য্যন্ত উক্ত রিবেট দেওয়া হইবে।

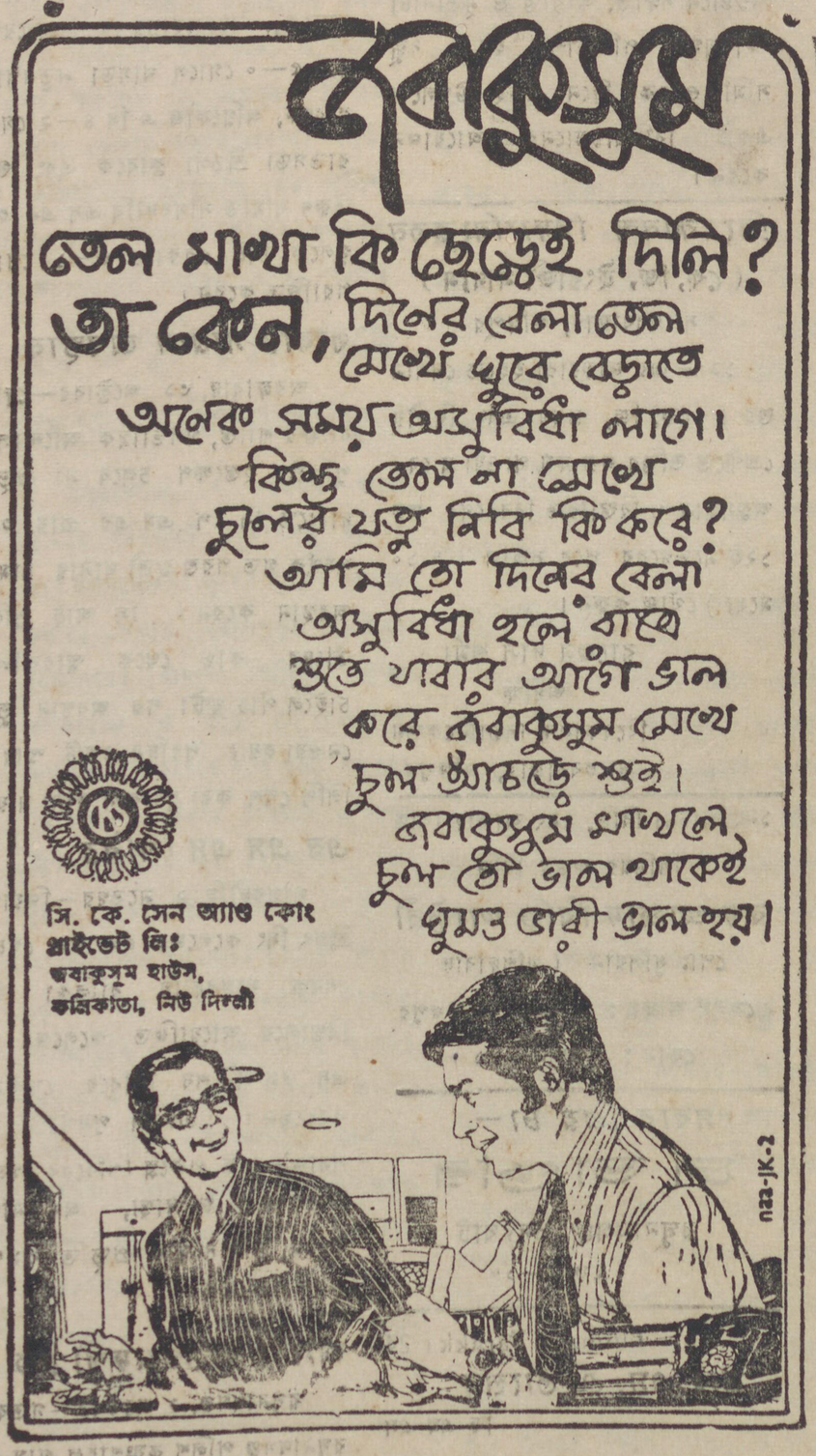

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) পণ্ডিত-প্রেস হইতে অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।